আদীনা কারাসিকের সাক্ষাৎকার

ভাষানগরঃ আপনার সাম্প্রতিকতম বই, চেকিং ইন নিয়ে মজার একটা প্রশ্ন করা যায়। আপনি একটা সীমানাহীন টাইমলাইন নিয়ে কাজ করেছেন, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের নানা চরিত্রের নানা কার্যকলাপ কবিতায় লিখেছেন ফেসবুক আপডেটের ঢঙে। ভার্চুয়াল বাস্তবকে ব্যবহার করে এইভাবে কবিতা লিখতে গিয়ে বাস্তব নিয়ে এবং কল্পনা নিয়ে আপনার ধারণা কতটা বদলে গিয়েছে?

আদীনা কারাসিকঃ যেভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করে সত্যের দিকে যাই; বাস্তবকে নির্মাণ ও অনুধাবন করি যেভাবে, তা নিয়ে আর সময় আদতেই কতটা সমসাময়িক এই বিষয়েচেকিং ইন- এ একটা বিদ্রূপ ভরা অনুসন্ধান আছে। অতীত আমাদের নখের ডগায়, আর ভবিষ্যৎ সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কী, এত খবর এত তথ্যের মধ্যে থেকেও কোনও ধ্রুব, ও নির্দিষ্ট সত্যের নাগাল আমরা কিন্তু পাইনা। আমার মূল আগ্রহ ছিল এমন একটা বই লেখার যেখানে চির বিবর্তমান বর্তমানের মধ্যে দিয়ে অতীত আবার বয়ে যাবে।যেখানে সময়, পৃথিবীকে নিজের মত করে দেখা, তথ্য, রেফারেন্স সবই তরল হয়ে থাকবে। কীভাবে স্রেফ শ্লেষ আর স্থান কাল দুমড়ে মুচড়ে একটা জিনিসের পাশে আরেকটিকে আচমকা রাখলেই এ জগতের মানে আমাদের কাছে আমূল বদলে যায়।

চেকিং ইন- এ আমি ফেসবুককে প্রায় একটি টেমপ্লেটের মত ব্যবহার করা শুরু করি। একদিক দিয়ে ফেসবুক হল দেখনদারিতে ভরা; অর্থাৎ এক্সহিবিসনিষ্টিক, যার মধ্যে ভ্যয়ুরিজমের বিকৃতিও রয়েছে তবু তার কিন্তু মেইনস্ট্রিম, অর্থাৎ আমাদের জীবনের মূলধারার অংশ হয়েযেতে বাধে নি। এবার তার মধ্যে আমি গন মাধ্যম, জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও কবিতা বলতে যা বুঝি, তার কাছ থেকে আমাদের প্রত্যশাকে যাচাই করে নিতে এন্তার কবিদের কথা, দার্শনিকদের কথা, মরমীবাদীদের কথা, সন্তদের কথা ঢুকিয়ে গেছি।

সবকিছু শর্টহ্যান্ড সাইনের মতো হয়ে তো গিয়েছেই, উপরন্তু এখন কোনওকিছুই কিন্তু নিজের অবিকল অর্থে স্থির নেই। আমরা ক্রমাগত, যাকে নীল পোস্টম্যান হয়ত ‘সেমান্টিক এনভায়রনমেন্ট’ বলতেন, তার সঙ্গে নতুন করে বোঝাপড়া করছি প্রতিদিন।

চেকিং ইন- এ পাঠক একটা সাঁতার কেটে যাবেন স্পেস টাইমে। সেখানে কল্পনা, অনুপ্রেরণা, নানান মত, নানান মতবাদ এই সব মিলিয়ে আমাদের নৈসর্গিক চেতনা তৈরি করার যা কিছু সরঞ্জাম হয়,

সব থাকবে। আমার সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ সালোমে –এর সঙ্গে চেকিং ইন- এর কোনও বাহ্যিক সাদৃশ্য না থাকলেও দুটিতেই কিন্তু ইতিহাসকে স্থবির কোনও বিষয় হিসেবে দেখানো হয় নি, বরঞ্চ যা দেখিয়েছি তাতে মিথ, গাল গপ্পো, কিংম্বদন্তী এই সমস্ত মিলে একটা বহুদৃষ্টিকোন ইতিহাসকে সমানতালে গড়ে পিটে নিচ্ছে। মজার কথা, ল্যাটিন মূলে ফ্যাক্ট ও ফিকসনের অর্থ যথাক্রমে "বানানো" আর "আকার দেওয়া"।

ভাঃ ন'টি কাব্যগ্রন্থের রচনা করেছেন আপনি। প্রথম বইপ্রকাশের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করা যায়? কবিতা সম্পর্কে ধারণা এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কতটা বদলে গিয়েছে?

আঃ আমার প্রথম বই দ্য এম্প্রেস হ্যাজ নো ক্লোজর (১৯৯২) যখন লেখা হচ্ছে তখন আমার না ছিল কম্প্যুটার, না প্রিন্টার। যা কিছু হয়েছে সব নিজে হাতে আঠাসেঁটে, কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে বানানো হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে কত কী বদলে গিয়েছে এখন,প্রযুক্তিগতভাবে তো বটেই। কিন্তু শব্দের শরীর ও মূল্য নিয়ে আমার উন্মাদনা, এক আপামর নির্বাসিতের অনুভূতি, বোধ, ভবঘুরে স্বভাবে দষ্ট আইডেন্টিটির সমস্যা, একটাই গল্প হাজার টুকরো জুড়ে বলা, শব্দ নিয়ে খেলা, ভাষার ধ্বনিগত দিকটা নিয়ে মেতে থাকা (ওই কাব্যগ্রন্থে এটা স্পষ্ট ছিল) ২৫ বছর পরেও একই আছে। মাঝে যতই ঝঞ্ঝা আসুক, মাথার ওপর যতই বদ্ধপাগল শাসক আসুক, " jouissance" যাকে বাংলায় আনন্দ বলা যেতে পারে , তা কিন্তু অবিচল রয়েছে।

ভাঃ সালোমে লেখার অভিজ্ঞতা শুনতে চাইব। পাঠকের প্রতিক্রিয়া কেমন?

আঃ কাব্যগ্রন্থ সালোমেঃ ওম্যান অব ভ্যালোর রচনা করা আমার জীবনে এক গভীর, তুমুল লেখার-অভিযান হয়ে থেকেছে। পাঁচ বছর প্রস্তুতিতেই কেটেছে। তারপর কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ তো পেলই, এবার সেটা একটা অপেরার খসরা হিসেবে জমা পড়েছে ২০১৮ র মার্চ মাসে নিউ ইয়র্ক আর ভ্যাংকুভারে সালোমে প্রথম মঞ্চস্থ হবে। সুতরাং আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিক্রিয়া খুবই ভাল বলা যায়। সালোমে ইটালিয়ানে অনুদিত হয়েছে পাদোভা ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আর ইংলিশ ভার্সানটি টরোন্টোর গ্যাপ রাইওট প্রেস থেকে বেরোয়। অংশ বিশেষ বাংলাতে, জার্মানে, অ্যারাবিকে আর ইদ্দিশে অনুদিত হয়েছে তারপর। আমরা এমন একটা আবহাওয়ায় থাকিযেখান থেকে ইতিহাসকে একটি জটিল ও বহুদৃষ্টিকোন থেকে দেখা যায়। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা সালোমের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। গবেষণা করে দেখেছি সালোমে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ভ্রান্ত মূল্যায়নের শিকার।

কাজেই তাকে মর্যাদার সঙ্গে ইতিহাসে তার যোগ্য স্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে এমন জেদ চেপে গিয়েছিল আমার। মিসোজিনিষ্ট আর অ্যান্টি সেমান্টিক মিথ গুলোকে আবার ঘুরিয়ে ফিমেল এমপাওয়ারমেন্টের দিকে নিয়ে আসি। এটা করাতে দেখা যায় সালোমে আর ভিক্টিম বা অসহায় শিকার হয়ে থাকল না, বরঞ্চ এই সামাজিক- রাজনৈতিক, যৌন ও নিসর্গচেতনার সীমানা গুলোকে লঙ্ঘন করে সে আমার কাছে একটা বিপ্লবীরূপে প্রতীয়মান হয়।

এবার ফর্মের দিক দিয়ে সেখানে রয়েছে চরম উথালপাতাল সব ব্যাপার। এতে রয়েছে সমসাময়িক সাউন্ড পোয়েট্রি, মিড্রাস, ১৩ শতাব্দীর কাব্বালার অনুষঙ্গ, পপ সংস্কৃতি, সমোচ্চারিত শব্দের অনুবাদ দিয়ে নিবেদিত অস্কার ওয়াইল্ডের টেক্সটের প্রতি দু একটা ফুল মালা। আমার মনে হয় লোকে পছন্দ করছে কারণ এইরকমটা আগে কোথাও ছিল না। কবিতা একটা স্পোকেন ওয়ার্ড অপেরার এলাকায় ঢুকে গেছে, একটা আখ্যানকে কত রকম ভাবে দেখা যায়, যেখানে না- বলা কথাটির উদযাপন খুব জমকালোভাবে থেকে যায়।

ভাঃ আপনি কবি ও পারফর্মার। কেউ বলেন দুটো বিষয় আলাদা। আপনাকে দেখে মনে হয় দুটোই এক। আপনার পারফর্মেন্স কি কোনও ভাবে আপনার লেখা ও তার এডিটিং, সংশোধনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে? বা উল্টোটা, আপনার লেখনী কি আপনার পারফর্মেন্সকে চালিত করেছে?

আঃ যখন লিখতে বসি, তখন মাথার মধ্যে শব্দ শুনতে পাই আমি। মুখের মধ্যে, জিভের ডগায় অব্দি তাদের অনুভব করি। আমার ঠোঁটেও। তাদের জন্ম, ছন্দ, চলন। তবে পাতায় যেটা ঝলমল করে ওঠে অনেক সময় তাকে মঞ্চে তুলতে গেলে কিছুটা পরিমার্জনা করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার কোনও শেষ নেই। টেক্সট আমার কণ্ঠস্বরকে প্রভাবিত করে, কণ্ঠস্বর টেক্সটকে আরও ছড়িয়ে দেয় সবার মধ্যে এবং এইভাবেই বিষয় আর প্রেক্ষাপট একনাগাড়ে বিষয় ও প্রেক্ষাপটের নতুন নতুন আকার নিতে থাকে।

ভাঃ পারিবারিক ইতিহাসের দিকে দেখলে আপনি কিন্তু একটা বিশ্বনাগরিক। আত্মানুসন্ধান, বা একটা আইডেন্টিটি খোঁজার থেকেই কি চেকিং ইন কাব্যগ্রন্থটি লিখলেন?

আঃ আমরা সর্বদাই আইডেন্টিটি খুঁজি, আর সর্বদাই আইডেন্টিটি ধরা দেয় না। আমরা সর্বদা ট্রান্স/ ট্রান্সন্যাশনাল, ক্ষণিক, দ্বিধাবিভক্ত, আর টুকরো হয়ে থাকি। আমার বিগত তিরিশ বছরের সব সুখ আহ্লাদ, আইডেন্টিটি জমে এই চেকিং ইন কাব্যগ্রন্থ, পপ সংস্কৃতি, লিঙ্গ পরিচিতি, আর পারফর্মেন্স সব মিশে আছে তাতে। পাউন্ড, ওলসন, উইটজেনস্টেইনের হোমোফোনিক অনুবাদ দৃশ্যকবিতা

(নিকোলের 'ইভোল', " Score for Diacritics, a satirical mashup of the markers of pronunciation) সিসেরোর খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ সালের *Lorum Ipsum* (treatise on the theory of ethics "*de Finibus Bonorum et Malorum*") কে নতুন ভাবে প্রয়োগ করা একটা প্রেমের কবিতা হিসেবে, আর নামকবিতা, চেকিং ইন (একটু আগেই আলোচনা হচ্ছিল, যা আসলে ছদ্ম ফেসবুকিয়ানায় লেখা) এই সমস্ত কিছু কিন্তু সত্য, সত্য নির্মাণ আর মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার একটা দিক। এটা এক দিয়ে নৈবেদ্য, একদিক দিয়ে পিতৃহন্তা, otherএর মধ্যে দিয়ে otherএর সঙ্গে সংলাপ। চতুর্দিকে নানান আওয়াজ, নানান স্বর প্রেতের মত ঘিরে রাখে আমাদের, আমাদের চির-যাযাবর আইডেন্টিটির এই হল নিয়তি।

ভাঃ একজন তরুণ কবিকে কী পরামর্শ দেবেন?

আঃ নিজের মনের কথা শোনো। যা পার পড়ো, কান খুলে শোনো বন্ধুদের, সমসাময়িকদের লেখা। জেনে রাখো সবকিছুই কিন্তু কবিতা, এক টুকরো সংলাপ, বিজ্ঞাপন, ঘাসে পাখির কিচিরমিচির, অথবা, as Tagore might say, "…the bird that feels the light when the dawn is still dark…" হুজুগ আজ আছে, কাল চলে যাবে, এটাই নিয়ম এটাই চক্রাকারে হয়ে চলেছে। যা নতুন মনে হচ্ছে এখন, তার জন্য ঝাঁপাতে গিয়ে নিজের স্বর বিসর্জন কোরো না। নিজের স্বরই একজন কবির শক্তি।

ভাঃ সব শেষে, কোলকাতা কেমন লাগল?

আঃ কোলকাতা! আমার কাছে জীবন বদলে দেওয়া অভিজ্ঞতা! এমন উষ্ণতা আগে কোথাও পাই নি, তবে শুধু তা- ই নয়, বঙ্গোপসাগরের পূর্বপ্রান্তে এত বড় গ্রন্থ ভান্ডার, এত প্রাণপন করা সাহিত্যসেবী মানুষ- তাঁরা বই প্রকাশ করছেন, অনুবাদ করছেন, লিখছেন, এই দেখে আমি বিস্মিত, আপ্লুত। একবার সেই কলেজপাড়ায় ঘোরা, পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে মোলাকাত, বিপ্লবী কবি, তাত্ত্বিক আর বইদোকানীর চিৎকার, ওই ঘুরপথ অলিগলি চলা, পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সৌজন্যে নন্দনে আমার পাঠ, যাদবপুরের কনফারেন্স, দেশপ্রিয় পার্কের লায়ন্স ক্লাবে কবিদের জমায়েত, সাহিত্য আকাদেমির জন্য দিল্লীতে অনুষ্ঠান, এখানে স্থানীয় মানুষদের স্পর্শ পাওয়া, তরুণ কবিদের কাছ থেকে দেখা, সুবোধ দা'র সঙ্গে অডিও ক্যাসেট রেকর্ড করা, ওই গঙ্গার ধার সব পবিত্র, সর্বার্থে পবিত্র। কবিতার জন্য এত উন্মাদনা দেখে মনে হল ঘর খুঁজে পেয়েছি।

আমি একটা পোস্ট কলোনিয়াল কবি হিসেবে তোমাদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছি। যেভাবে কবিতা পড়, লেখ, ইতিহাস বলে কবিতা আগে গানের কত কাছাকাছি ছিল। বইএরথেকে পবিত্র আর কিছু নেই। আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, সুবোধ সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। এঁরা সবাই আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়ে দিয়েছেন। ঘরে ফেরার জন্য আর তর সইছে না।

আদীনা কারাসিক নিউইয়র্ক বাসী কবি, পারফর্মার, মিডিয়া আর্টিস্ট, কালচারাল থিওরিস্ট, প্র্যাট ইনস্টিটিউটের কলাবিভাগের সাহিত্য ও সমালোনা তত্ত্বের শিক্ষিকা, ক্লেজকানাডা কবিতা উৎসবের পুরোধা ব্যাক্তিদের একজন, এক্সপ্লোরেসন ইন মিডিয়া ইকোলজির কবিতা সম্পাদক, নারীবাদী চিন্তাধারায় বিশেষ অবদানের জন্য অ্যান্ড্রেউ মেলন ফাউন্ডেসনের ২০১৬ ভোসে ডোনা ইটালিয়া পুরষ্কার প্রাপক। সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সগ্রহের মধ্যে আদীনা কারাসিক আর্কাইভ স্থান পেয়েছে। *Nicole Brossard* আদীনার "*Kabbalistically inflected, urban, Jewish feminist mashups*" কে *"electricity in language"* হিসেবে বর্ণনা করেছেন/ *George Quasha* এর ভাষায় এ কবিতা *"proto-ecstatic jet-propulsive word torsion"* / *Charles Bernstein* এর মতে আদীনার কবিতা *"cross-fertilization of punning and knowing, theatre and theory"* / *Craig Dworkin* বলেন *"a twined virtuosity of mind and ear which leaves the reader deliciously lost in Karasick's signature 'syllabic labyrinth'"*

ভাষানগরের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেনঃ অরিত্র সান্যাল